सत्यमेव जयते

ত্রিপুরা সরকার

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রবি খন্দে মশুর ডাল চাষ

রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র

অরুন্ধতিনগর

কৃষি বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার।

1
2
3
4
5
6
A
B

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রবি খন্দে মশুর ডাল চাষ

ডালজাতীয় শষ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় এবং চাহিদা মশুর ডালের। মশুর ডাল সহজপাচ্য এবং পুষ্টিকর। রোগীর পথ্য হিসাবেও সমাদৃত। প্রতি ১০০ গ্রাম মশুর ডালে পাওয়া যায় ৩৬৪ ক্যালরি তাপশক্তি, প্রোটিন ২৫.১ গ্রাম, ফ্যাট ১.৮ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ৬০.৮ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৩০ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ২৫০ মিলিগ্রাম, আয়রন ৬.১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি$_{১}$-০.৫০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-বি$_{২}$-০.২১ মিলিগ্রাম, এবং নিয়াসিন - ১.৮ মিলিগ্রাম।

মশুর ডালের বহুবিদ ব্যবহার আছে। মশুর ডাল ভাত বা রুটির সাথে খাওয়া যায়। মশুর ডালে খোসা ছড়ানোর পর পাওয়া যায় পুষ্টিকর পশুখাদ্য যা ভূষি হিসাবে গৃহপালিত পশু পাখিকে খাওয়ানো হয়। এই ডাল চাষে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। মিশ্র ফসল হিসাবে সরিষা ও গমের সাথে অন্তর্বর্তি ফসল হিসাবে মশুর ডাল ভালো ফলন দেয়।

ত্রিপুরা রাজ্যে মশুর ডাল সাধারণত ধান কাটার পর চাষ দিয়ে অথবা ধান কাটার ১৫-২০ দিন আগে পায়রা ফসল হিসাবে লাগানো হয়ে থাকে। রাজ্যে মশুর ডালের গড় ফলন খুবই কম। মাত্র ৬-৭ কুইন্টাল, যা জাতীয় গড় ফলনের তুলনায় অনেক কম। এই রাজ্যের জনগণের ডালের দৈনিক গড় লভ্যতা মাত্র ৭.৪ গ্রাম কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনন্দিন নূন্যতম ৪০ গ্রাম ডাল খাওয়ার প্রয়োজন। রাজ্যের ডাল শষ্যের চাহিদা ৬৬,৬২২ মেট্রিক টন। উৎপাদন ৬০০৫ মেঃ টন। ঘাটতি ৬০, ৬১৭ মেঃ টন। শতাংশের হিসাবে ঘাটতি ৯১ শতাংশ। এই বিশাল পরিমাণ ঘাটতি মিটিয়ে রাজ্যকে ডাল শষ্য উৎপাদনে স্বয়ংভর করার লক্ষ্যে রাজ্যস্তরে এবং জাতীয়স্তরে ডাল শষ্য উৎপাদনে বিশেষ কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। ডাল উৎপাদনে রাজ্যে চালু হয়েছে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন। এই প্রকল্পে ডাল চাষকে আরো বেশি জনপ্রিয় এবং লাভজনক করার লক্ষ্যে বিজ্ঞাসম্মত পদ্ধতিতে ডাল শষ্যের চাষের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

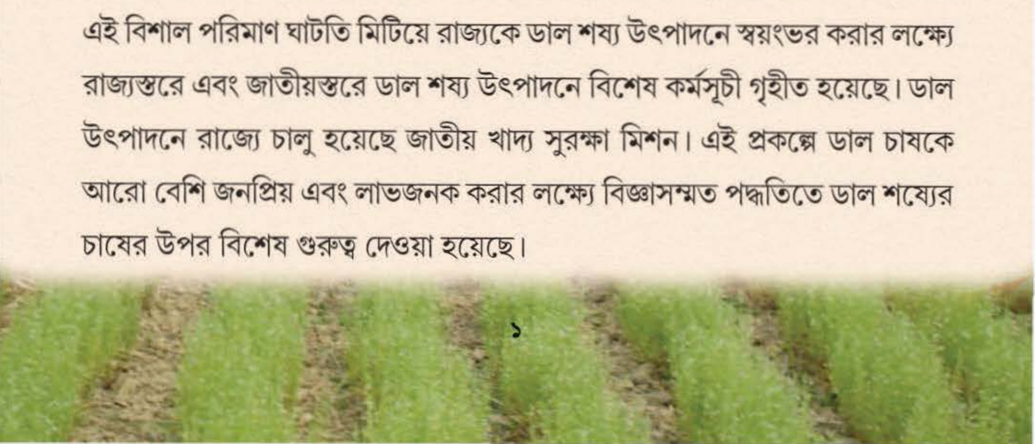

রাজ্যে মশুর ডালের ফলন এবং উৎপাদন কম হওয়ার কারণ ঃ

- বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষক ভাই মশুর ডাল চাষ করেননা।
- উচ্চফলনশীল আধুনিক জাতের বীজ ব্যবহার করা হয় না।
- মশুর ডাল চাষে জীবানুসার (রাইজোবিয়াম) প্রয়োগ করা হয় না, হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা যথোপযুক্ত নয়। এছাড়া সঠিক পদ্ধতিতে এই জীবানুসার প্রয়োগ করা হয় না।
- সার (রাসায়নিক ও জৈব ও অণুখাদ্য) সঠিক সময়ে এবং সঠিক পরিমানে প্রয়োগ করা হয় না।
- যথাসময়ে আগাছা এবং রোগ ও কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।
- শষ্য পর্যায়ে সঠিকভাবে যথোপযুক্ত মশুরী ডাল শষ্যের জাত অন্তর্ভূক্ত করা হয় না।
- সাধারণ এবং অনুর্বর ও পতিত জমিই মশুর ডাল চাষে ব্যবহার করা হয়।
- শুঁটির অসমকালীন পরিপক্কতা / অনির্ধারিত গাছের বাড় /শুঁটি বিদীর্নতা/ ফুলঝড়া / রোগ ও কীটশত্রুর অধিক সংবেদনশীলতা মশুরী ডালের ফলন কম হওয়ার অন্যান্য কারণ।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মশুর ডাল চাষ পদ্ধতি নীচে উল্লেখ করা হলঃ

আবহাওয়া ও মাটি ঃ

মশুর ডাল উঁচু সমতল জমিতে নিশ্চিত সেচ ব্যবস্থার সহায়তায় অথবা আমন ধানের পরবর্তী ফসল হিসাবে নীচু জমিতে যেখানে জল দাঁড়ায় না সেখানে খুবই ভালোভাবে চাষ করা যায়। মশুর ডালের জন্য প্রয়োজন শুস্ক এবং ঠান্ডা আবহাওয়া। বিশেষকরে তাপমাত্রা নিম্নতম ৮-১২ এবং উর্দ্ধতম ২০-২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে মশুর ডাল ভাল ফলন দেয়। মশুর ঘনকুয়াশা এবং খুব ঠান্ডা সহ্য করতে পারে। শারীবৃত্তীয় বৃদ্ধির জন্য ঠান্ডা আবহাওয়া এবং ফসল পাকার সময় গরম আবহাওয়া মশুর ডাল চাষে সহায়ক। মশুর ডালের ভালো ফলনের জন্য মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারকত্বের (পি.এইচ) মান ৬ থেকে ৭ এর মধ্যে থাকলে ভালো।

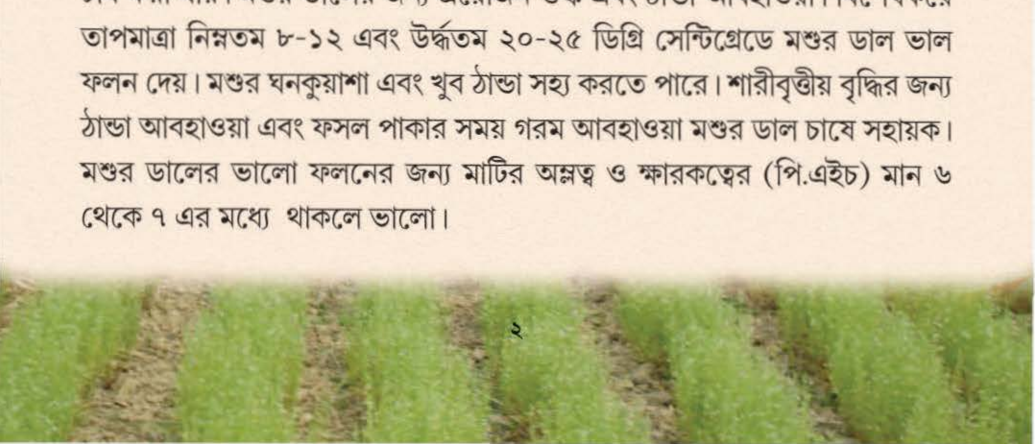

মশুর ডাল চাষের জন্য প্রয়োজন হাল্কা দোঁয়াশ বা বেলে দোঁয়াশ মাটি। তবে অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতেও মশুর ভালো হয়। বিশেষকরে ধানের পরবর্তী ফসল হিসাবে নীচু জমিতে মশুর ভালো ফলন দেয়। অবাধ সূর্যালোকপ্রাপ্ত জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত জমি মশুর চাষের জন্য উপযোগী।

জাত ঃ

অরুন্ধতীনগরস্থিত রাজ্য কৃষি গবেষনা কেন্দ্রের সুপারিশকৃত ত্রিপুরায় অনুমোদিত জাত গুলো হচ্ছে এইচ.ইউ.এল-৫৭, পি.এল.-০৮, কে-৭৫, পি.এল-০৬, সুব্রত, মৈত্রী, ভি.এল মশুর -১২৬ ইত্যাদি।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ

- একক শস্য হিসাবে চাষ করলে জমি তিন থেকে চার বার চাষ দিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে করতে হবে।
- পায়রা পদ্ধতিতে চাষ করলে ধান কাটার ১৫-২০ দিন আগে জমিতে বীজ বুনতে হয় এবং এক্ষেত্রে জমি চাষ দিতে হয় না।
- জমি তৈরী করার সময় প্রতি হেক্টরে ১০ মেট্রিকটন হিসাবে গোবর সার দিতে হবে।

* সাধারণত মশুর ডাল চাষে প্রতি হেক্টরে ৪৩ কেজি ইউরিয়া, ২৫০ কেজি সুপার ফসফেট, ৩৩ কেজি পটাশ দিতে হবে।
* মশুর ডাল লাগানোর আগে ইউরিয়া, সুপার ফসফেট ও পটাশের পুরোটা জমিতে একসাথে দিতে হবে।
* জীবানুসার হিসাবে পি.এস.বি এবং কে.এম.বি হেক্টর প্রতি ৪ কেজি জমির মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।
* মশুর ডাল সাধারণত ধানের পর লাগানো হয়ে থাকে। তাই মশুর ডালে কখনো কখনো জিঙ্ক এর অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায়। যেমন পাতা ঝড়ে পড়া। এই ক্ষেত্রে ০.৫ % জিঙ্ক সালফেট ও ০.২৫ % ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এর স্প্রে করতে হবে।

বীজ শোধন এবং বীজ বপন ঃ

বীজ বপনের এক সপ্তাহ আগে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে থাইরাম ৩ গ্রাম অথবা ক্যাপটান ২.৫ গ্রাম অথবা বেভিষ্টিন ২ গ্রাম অথবা থাইরাম ২ গ্রাম ও বেভিষ্টিন ১ গ্রাম এক সঙ্গে মিশিয়ে শোধন করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন থাইরাম ২ গ্রাম এবং কার্বেনডাইজিম (বেভিষ্টিন) ১ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে মিশিয়ে শোধন করা হলে বীজের ত্বকের উপরের এবং বীজের ভিতরের রোগজীবানু ধ্বংস করা সম্ভব, এমনকি বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা গজানোর পর প্রায় তিন সপ্তাহ সময়কাল পর্যন্ত রোগ প্রতিষেধকের কাজ করে।

ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজশোধন করার ৫-৬ দিন পর রাইজোবিয়াম জীবানুসার ডাল বীজে প্রয়োগ করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করা হলে জীবানুসারে অবস্থিত জীবানুগুলি মারা যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। এই প্রক্রিয়ায় ফলন অনেক কমে যায়। এছাড়া ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজশোধন করা হলে জীবানুসার দ্বিগুন হারে প্রয়োগ করতে হবে। পারদঘটিত ছত্রাকনাশক বীজশোধনের জন্য ব্যবহার করলে রাইজোবিয়াম জীবানুসার প্রয়োগ না করাই ভালো। কারণ এই ঔষধে রাইজোবিয়াম জীবানু মারা যায়।

রাইজোবিয়াম জীবানুসার প্রয়োগ ঃ

রাইজোবিয়াম জীবানু ডাল জাতীয় ফসলের শিকড়ে গুটি সৃষ্টি করে সেখানে বায়বীয় নাইট্রোজেনকে জৈবিক নাইট্রোজেন হিসাবে আবদ্ধ করে। যার ফলে ডাল জাতীয় ফসলের ফলন বৃদ্ধি পায়। তাই ডাল শষ্যের বীজে জীবানুসার হিসাবে রাইজোবিয়াম কালচার প্রয়োগ করতে হয়। এর ফলে ফলন গতানুগতিক পদ্ধতির চেয়ে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বেশি পাওয়া সম্ভব। ডালশষ্যের সঙ্গে রাইজোবিয়ামের প্রজাতির মিথোজীবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটি ডালশষ্যের সঙ্গে শুধুমাত্র একটি বিশেষ প্রজাতিরই রাইজোবিয়াম জীবানুর মিথোজীবিতা সম্ভব হয়। যেমন মশুরী ডালের জন্য যথোপযুক্ত রাইজোবিয়াম জীবানুর প্রজাতিটি হল রাইজোবিয়াম লিগুমিনোসেরাম। এই জীবানুটি মুগ কিংবা ছোলার সঙ্গে মিথোজীবিতা করে না। মুগ এবং ছোলার জন্য প্রয়োজনীয় রাইজোবিয়াম জীবানুটি মশুরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

সুনির্দিষ্ট রাইজোবিয়াম (রাইজোবিয়াম লিগুমিনোসেরাম) জীবানু কালচার ২০০ গ্রাম প্রতি কেজি বীজ শোধনের জন্য প্রয়োজন। প্রথমেই এককানি ক্ষেতের জন্য ৬-৭ কেজি মশুর ডাল বীজ ৫-৬ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর ঐ ভেজানো বীজ শুকনো জায়গায় ছায়াতে ১০-১৫ মিনিট শুকাতে হবে। এরপর ২০০ গ্রাম রাইজোবিয়াম কালচারের সঙ্গে প্রয়োজন মত জল মিশিয়ে লেই করে নিতে হবে। ঐ লেই এর সঙ্গে ১কেজি বীজ ভালো ভাবে হাত দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে যাতে বীজের উপর একটা কালো আস্তরন পড়ে। এভাবে বাকী বীজও জীবাণু সার দ্বারা শোধন করতে হবে। অরুন্ধতীনগরস্থিত রাজ্যগবেষণাকেন্দ্রের রাইজোবিয়াম জীবানুসারের ক্ষেত্রে আলাদা কোনো চটচটে পদার্থ (গুড় বা ভাতের মাড়) ইত্যাদি দরকার হয় না। কিন্তু অন্য কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত জীবানুসারের ক্ষেত্রে রাইজোবিয়াম জীবানুসারের প্রয়োগ পদ্ধতিটি নিম্নরূপ ঃ

- ★ আধালিটার জলে ১০০ গ্রাম চিটে গুড় মিশিয়ে আধাঘন্টা ফুটিয়ে ঠান্ডা করতে হবে।
- ★ এই গুড়ের দ্রবনে ২৫০ গ্রাম রাইজোবিয়াম জীবানু সার মিশিয়ে ভালোভাবে নাড়তে হবে। এতে ১০ কেজি ডাল বীজ ভালোভাবে মিশিয়ে কোনো শুকনো জায়গাতে ছায়ায় শুকাতে হবে ৮-১০ ঘন্টা। এর পর জীবানুসার মাখানো ঐ বীজ ছায়াতে শুকাতে হবে। ছায়াতে শুকানোর পর সঙ্গে সঙ্গেই ঐ বীজ জমিতে বপন করতে হবে। জমিতে বপন করার ক্ষেত্রে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বীজ কোনো অবস্থাতেই সূর্যালোকের সংস্পর্শে না আসে। সেই জন্য খুব ভোরে কিংবা সূর্যাস্তের পর রাইজোবিয়াম কালচার মাখানো বীজ জমিতে বপন করতে হয়। বীজ জমিতে বপন করে হাল্কা মই দিয়ে দিলে বীজগুলো জমির অল্প গভীরতায় রোপন হয়ে যায় যার ফলে ঐ বীজ পাখিদের দ্বারা নষ্ট হয় না।

বীজ বোনার সময় ঃ

অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় অবধি।

বীজ বোনার দূরত্ব ঃ

বীজ সারিতে বুনতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৩০ সেন্টিমিটার। সারিতে বপনের পর ১ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যে ১০ সেন্টিমিটার দূরত্বে সুস্থ সবল গাছ রেখে, বাকি গাছ তুলে ফেলতে হবে।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ও জলসেচ ঃ

- মশুরের জমিতে সাধারণত কোন নিড়েন দেওয়ার দরকার হয় না। ভালো ফসলের জন্য বীজ বোনার তিন সপ্তাহ পর একবার এবং ছয় সপ্তাহ পর আরেকবার নিড়েন দেওয়া দরকার।

- মশুর চাষে জলসেচের খুব একটা দরকার হয় না, তবে বীজ বোনার সময় মাটিতে রস না থাকলে সেচ দিয়ে বীজ বুনতে হবে।

- বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা গাছ বড় হলে জমিতে তসের অবস্থা বুঝে প্রয়োজনে হাল্কা সেচ প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে যাতে কোনো অবস্থাতেই জল না দাঁড়ায় সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। গাছ একটু বড় হলে যদি গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায় তবে ২ শতাংশ ইউরিয়া মেশানো জল (প্রতি লিটার জলে ২০ গ্রাম ইউরিয়া) জমিতে স্প্রে করে দিতে হবে। এতে মশুরের পাতা সতেজ হয়ে গাছ বেড়ে উঠবে। ৫০ শতাংশ ফুল আসার আগে ২ শতাংশ ডি.এ.পি সার ফলিয়র স্প্রে হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে।

- ফুল আসার এবং ফল ধরার সময় একবার সেচ দিতে পারলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।
- অতিরিক্ত জলসেচ মশুর ডালের ক্ষতি করতে পারে।
- আগাছা দমন করার জন্য বীজ বোনার ৪ দিন পর পেন্ডিমিথালিন ৩০ ইসি ০.৭৫-১.৫ কেজি সক্রিয় পদার্থ হেক্টর প্রতি অথবা প্রেটিলাকর ৩০ ই.সি ০.৫ থেকে ০.৭৫ কেজি হেক্টর প্রতি প্রয়োগ করতে হবে।

অণুখাদ্য প্রয়োগ ঃ

১) জিঙ্ক (৫শতাংশ), মলিবডেনাম, (০.২৫ শতাংশ) এবং বোরোন (০.৫শতাংশ) প্রতি লিটার জলে একসাথে মিশিয়ে ঐ মিশ্রনের ২.৫ মিলিলিটার প্রতি ১ লিটার জলে এই হিসাবে মিশিয়ে প্রথম স্প্রে প্রয়োগ করতে হবে বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় স্প্রে প্রয়োগ করতে হবে প্রথম স্প্রে করার আরো ১৫-২০ দিন পর।

২) তরল সালফার ফলিয়র স্প্রে হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে ২ মিলিলিটার এমন সময়ে যখন গাছ ডাল পালা মেলে বড় হচ্ছে সে সময়।

শস্য রক্ষা ব্যবস্থাপনা

- ঢলে পড়া রোগই মশুরের প্রধান শত্রু। এই রোগটি প্রধানত গাছের শিকড়ে দেখা যায়। রোগাক্রান্ত গাছের পাতা হলদে হয়ে যায় ও পরিশেষে গাছ শুকিয়ে মরে যায়।
- ঢলে পড়া রোগের প্রতিকার হিসাবে সুস্থ বীজ শোধন করার পর ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া রোগের প্রকোপ বুঝে ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে স্প্রে করতে হবে।
- মশুর ডালে শুঁটি ছিদ্রকারী পোকার উপদ্রব দেখা যায়। মশুরের প্রধান শত্রু শুটি ছিদ্রকারী পোকা। এই পোকার লার্ভা বা শুককীট শুটির মধ্যে দানা খেয়ে গাছের ক্ষতি করে। এরজন্য ডালের শুটি ধরার সময় প্রতিকার ব্যবস্থা হিসাবে মনোক্রোটোফস (নোভাক্রন ৪০ ইসি) ১মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।
- এই সময়ে ডালে একধরনের ধ্বসা দেখা যায়। এই ধ্বসা রোগে গাছ শুকিয়ে যায়। এর জন্য কার্বেনডাজিম ৫০শতাংশ এবং ম্যানকোজেব ৭৫ শতাংশ ৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফসল তোলা এবং ঝাড়াই মাড়াই ঃ

মশুর সাধারণত ১২০ থেকে ১৩০ দিনের মধ্যে তোলার উপযোগী হয়। শুঁটি পুরোপুরি পেঁকে গেলে গাছের পাতা হলদে হতে শুরু করে। এইসময় মশুর ফসল মাঠ থেকে কাটার উপযুক্ত সময়। অধিক সময়ে মাঠে ফসল রাখা হলে শুঁটি শুকিয়ে দানা ঝড়ে পড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকভাই মশুরের শিকড়শুদ্ধ গাছ উপড়ে ফসল সংগ্রহ করেন এতে মাটির উর্বরতা কমে যায়। কারণ শিকড়শুদ্ধ গাছ তুলে ফেললে শিকড়ের রাইজোবিয়াম গুটি নষ্ট হয়ে যায়, যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য জমিতে থাকা আবশ্যক। এছাড়া শিকড়ের সঙ্গে আসা মাটির ঢেলা ডালের গুণগতমান খারাপ করে। আগামীদিনের বীজের জন্য ফসল তোলার পর আগাছা বাছাই করে ফেলে দিতে হবে। মাঠ থেকে ফসল তোলার পর ২-৩ দিন জাক দিয়ে, ফসল রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনো গাছ ও শুঁটি লাঠি দিয়ে পিটিয়ে অথবা গরু দিয়ে মাড়াই করে, এরপর ঝাড়াই বাছাই করে পুনরায় রৌদ্রে শুকিয়ে ঠান্ডা করে বস্তাবন্দি করতে হবে। রৌদ্রে শুকানোর পর আর্দ্রতা ১০-১২ শতাংশের বেশী রাখা যাবে না।

ফলন ঃ

অরুন্ধতিনগরস্থিত রাজ্য কৃষি গবেষনা কেন্দ্রের সুপারিশকৃত জাত ও চাষ পদ্ধতি অনুসারে মশুর চাষ করা হলে হেক্টর প্রতি ফলন ১০-১৫ কুইন্টাল অবধি পাওয়া যায়। চাষের বিভিন্ন খরচ বাদ দিয়ে হেক্টর প্রতি লাভ ২০,০০০-২৫,০০০ টাকা অবধি পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে খরচ ও লাভের অনুপাত ১ ঃ ২.৫।

1
2
3
4
5
6
A
B

কারিগরী প্রকাশনা নং ৫

২০১৫

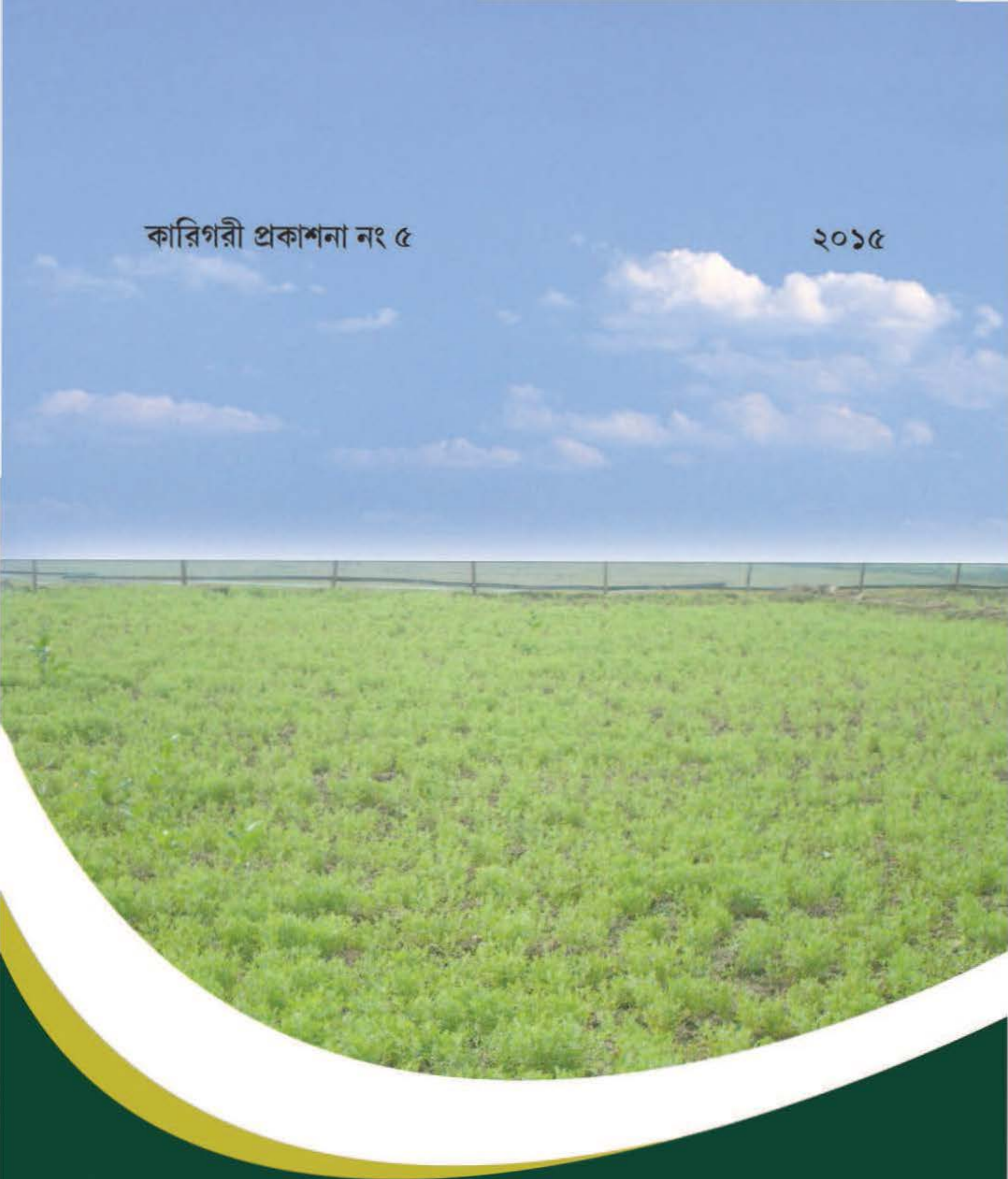

প্রকাশনা সহায়তা ঃ শস্য বিজ্ঞান শাখা, শস্য রক্ষা ব্যবস্থাপনা শাখা, রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, অরুন্ধতিনগর।

সম্পাদনা ঃ সহঃ অধিকর্তা কৃষি তথ্য শাখা, রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, অরুন্ধতিনগর।

প্রকাশক ঃ যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা, রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, অরুন্ধতিনগর।

কৃষি বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার

মুদ্রণে ঃ এশ্মিনা প্রিন্টার্স, আগরতলা।